দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 OCT 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শিক্ষার মান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন একটি বাস্তবভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছেন যা পরীক্ষার ব্যর্থতার গ্লানি সারা জীবন বহন না করে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখতে সকলকেই সক্ষম করে তোলে। প্রধানমন্ত্রী গত মঙ্গলবার তাঁর কার্যালয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কমিটির এক বৈঠকে বলেন, শিক্ষানীতিতে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে শিক্ষার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছাত্রছাত্রীরা যেন বৃত্তিমূলক ও অন্যান্য কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, যাতে তারা জাতি গঠনমূলক তৎপরতায় যথাযথ অবদান রাখতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে, কেননা স্বাধীন জাতি হিসাবে টিকে থাকার জন্য আমাদের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক এই বিশ্বে সময় ও চাহিদার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এমন এক সময়ে কথাটা বলেছেন যখন সারা বিশ্ব, বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্ব দেশের বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অধিকতর আলোকিত ও যোগ্য মানুষে পরিণত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে।

আমাদের ক্ষেত্রে এ-বিষয়টি অধিকতর কঠিন হবে। কারণ শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যার করাল গ্রাস কাটিয়ে জাতি এখন নতুন করে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রেও বর্তমান সরকারের পুনর্বাসন কার্যক্রমের ধারা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, আজ শিক্ষার প্রেক্ষাপট আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। আজকের যুগ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিকাশের যুগ। তাই শুধু বাকসর্বস্ব শিক্ষা দিয়ে এই বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যাবেনা। তার জন্য মানুষের ভিতরে অফুরন্ত শক্তির উৎস খুলে দেয়া প্রয়োজন। লাখে লাখে 'আলোকিত মানুষ' সৃষ্টি করতে হবে। এখানে গোঁড়ামির কোন স্থান নেই, স্থান নেই কূপমন্ডূকতার।

প্রধানমন্ত্রী আরেকটি দিকে সুস্পষ্ট অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। বলেছেন, শিক্ষার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছাত্রছাত্রীরা যেন বৃত্তিমূলক ও অন্যান্য কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে জাতিগঠনমূলক তৎপরতায় যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমরা জানি, এই কৃষিপ্রধান দেশের অভিভাবকরা কি নিদারুণ কষ্ট করেই না তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষালয়ে পাঠান। তাঁদের চোখের সামনে থাকে দুটো স্বপ্ন। প্রথমত, তারা বাবা মায়ের মনের আশা পূরণ করবে। দ্বিতীয়ত, নিজেদের অর্জন দ্বারা ভবিষ্যতে জাতির জীবনের অন্ধকার দিকটিতে আলোর অম্লান শিখা জ্বালিয়ে দেবে। আজ একবার পিছনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব, অতীতে দু'শ' বছরে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলে শুধু কেরানী তৈরির কারখানা হিসাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক ধরনের শাসনে বাঙালীর শিক্ষা-সঙ্কোচনের নীতি অনুসরণ করা হয়। এ দেশে তখন চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে। কিন্তু আজ সময় এসেছে অতীতের সমস্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি, ক্ষোভ ও হতাশা সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার, যা দেশের মানুষের সত্যিকার কাজে আসে। এই বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষিত শ্রেণী গড়ে তোলাই আজকের দিনের অপরিহার্য দায়িত্ব।

মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "যে-শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মনকে আলোকিত করেনা, মনের অন্ধকার গুহাগুলো জ্ঞানের আলোকে প্রজ্বলিত করেনা, সে-শিক্ষা আসল শিক্ষা নয়। কারণ মানুষের অন্তরের ক্ষমতা অসীম ও সৃজনশীল। আজ সেই অন্ধগুহার তালা খুলে দিতে হবে যাতে আলোর ছটায় ত্রিভুবন ভেসে যায়।" রবীন্দ্রনাথও শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগে পূর্ণ মানুষ গড়ার শিক্ষার কথাই বলে গেছেন। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে প্রধানমন্ত্রী এই কথাটিই স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে।